লতা মঙ্গেশকর প্রবন্ধ রচনা

ভূমিকা

কিংবদন্তি লতা মঙ্গেশকর হলেন সঙ্গীত জগতের এক বিখ্যাত স্বনামধন্য গায়িকা। ১৯৮৬ সালে ইন্ডিয়া টু-ডে পত্রিকাতে একটি প্রশ্ন উঠেছিল যে ভারতবর্ষে শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কার অবদান সবথেকে বেশি? তখন জনগণের ভোটের মাধ্যমে দেখা গেছে মকবুল ফিদা হুসেন, ভীম সেন, যোশী রাজ কাপুর, সত্যজিৎ রায় এমনকি অমিতাভ বচ্চন এর মত বিখ্যাত শিল্পীরাও স্থান পেয়েছেন লতা মঙ্গেশকরের নিচের শারিতে। আড়াই ঘন্টার যে কোন সিনেমাতে হয়তো গান থাকে ২০-২৫ মিনিট সেখানে আবার নারী কন্ঠের স্থান পায় ১০ থেকে ১২ মিনিট ওই সামান্য সময়। নিজের কন্ঠে পরিবেশন করে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন তিনটি প্রজন্মের শ্রোতাদের।

বংশ পরিচয়

প্রাচীন কাল থেকে খ্যাতনাম সুবংশজাত আধুনিক হিন্দু পরিবারে ১৯২৯ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর পিতা দ্বীননাথ মঙ্গেশকরের মুখ আলো করে এবং মাতা শিবন্তী মঙ্গেশকরের কোল আলো করে ভূমিষ্ট হন তৎকালীন ছোটো শিশুরূপী বর্তমানকার দীর্ঘ সময়ের আলোকে উদ্বেলিত জনপ্রিয় চেহারা লতা মঙ্গেশকর।

শিক্ষা

পারিবারিক কারণে লতা মঙ্গেশকরের বিদ্যালয়ে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তাঁর ছোটো বেলা থেকে সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। যেমন করে গাছের ধরন দেখলে বোঝা যায় তাতে ফুল ফুটবে কিনা, তেমনি তার ছোটবেলার সঙ্গীতের প্রতিভা দেখে বোঝা গিয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত এই কণ্ঠশিল্পীকে। তাঁর গানের শিক্ষার দ্বীপশিখা জ্বলেছিল বাবার কাছে। এভাবেই ক্রমান্বয়ে একের পর এক গানের আলো সূচিত করেছে। যার ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতিভায়।

কর্মজীবন

পিতার মৃত্যুর পর মঙ্গেশকর পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ায় মাস্টার বিনায়ক। লতার ছোটবেলায় মাঝে মাঝে গান গাওয়া টাকে মাস্টার বিনায়ক সেই গান ও অভিনয় টিকেই নিজের ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু চলচ্চিত্রে জীবনে কখনোই আপন করে নিতে পারেনি লতা। একদিন কাজ শেষে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এলে মাকে বলেন এই অভিনয় জীবনকে তিনি আর নিতে পারছেন না। কিন্তু পরিবারের পুরো দায়ভার ছিল তারই উপর। এরপর বিনায়ক এর মৃত্যুর পর সঙ্গীত গুরু গোলাম হায়দার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন লতার। তার ৮৪ তম জন্মবার্ষিকীতে তিনি বললেন গোলাম হায়দার হলেন তার "Godfather"। এই গোলাম হায়দার এর মাধ্যমে লতার কাছে সুযোগ আসে মজবুর চলচ্চিত্রে "দিল মেরা ভোদা কাহি কা না ছড়া" গানটি গাওয়ার সুযোগ। মাত্র একটি গানেই পুরো ইন্ডাস্ট্রি বাধ্য হলেন তাকে আরো সুযোগ দিতে। এরপর একের পর এক সুপারহিট গান গেয়ে শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন লতাজি। গানের মাধ্যমেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এবং সব জনগণই মাথায় করে এবং নয়নের মনি করে রাখতেন তাকে।

থেমে থাকে না সময় থেমে থাকেনি লতা। তাঁর এত এত গানের সৃষ্টির ফলে অনায়াসে গিনিস বুক ওয়ার্ল্ড রেকর্ড এর সর্বোচ্চ গানের রেকর্ড হিসেবে তার নাম উঠে আসে।

পুরস্কার

লতার এরূপ সব গানের জন্য রয়েছে তার প্রাপ্য অনেকগুলি পুরস্কার। ১৯৫৯ সালে একটি সপ্তাহে মোট ৩০ টি গান গেয়ে রেকর্ড করেছিলেন লতা। তিনি জাতীয় পুরস্কার ১২টি, বাঙ্গালী ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং চারটি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার। ১৯৬৯ সালে পদ্মভূষণ, ১৯৮৯ সালে দাদাসাহেব ফালকে এবং ২০০১ সালে ভারতীয় দ্বিতীয় সংগীতশিল্পী হিসেবে অর্জন করেছিলেন ভারতরত্ন পুরস্কার।

সুপার হিট গান

১৯৪৯ সালে বিখ্যাত একটি গান "জিয়া বেকারার হে" গেয়ে শ্রোতাদের মধ্যে উত্তর ফেলে দিয়েছিলেন লতা। আবার "মন দোলে মেরা তান দোলে" গান দুলিয়েছিল সবার হৃদয়। "আজারে পরদেশী" ডেকেছিল সমস্ত সংগীত রসিকদের। ৮৫ এর দশকে তিনি গান করে ছিলেন নামিদামি সব শিল্পীদের সাথে। এবং ষাটের দশকে মানুষকে উপহার দিয়েছিলেন "পেয়ার কিয়া তো ডারনা কেয়া" । ১৯৬৩ সালে যখন ভারতের যুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি গাইলেন “এ মেরে বাতান কে লোগো" আরে গান শুনে চোখে জল চলে আসে পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর। একবার নৌশাদ বলেছিলেন যে লতার মতো শিল্পী তিনি আগে কখনো দেখেননি যুগে যুগে এমন একটি রত্ন জন্ম নেয় যার ওপর ঈশ্বরের হাত থাকে তেমনি একজন ছিলেন লতা।

মৃত্যু

লতা মঙ্গেশকর ৯২ বছর বয়সে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে নিজে সর্ব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।